যৌথ ভাবে রঘুনাথপুর কেন্দ্রের দায় নেবে নেভেলি

বোঝা কমছে ডিভিসি-র

নিজস্ব সংবাদদাতা

১৬ এপ্রিল, ২০১৬, ০৩:৫৩:৪৬

দীর্ঘ অপেক্ষার পরে ঘাড় থেকে বোঝা নামানোর সুযোগ পাচ্ছে ডিভিসি। তাদের হাত থেকে ঋণভারে জর্জরিত পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দায় নিতে চলেছে অন্য একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা নেভেলি লিগনাইট। এই লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই ডিভিসি এবং নেভেলি একটি যৌথ উদ্যোগ সংস্থা গড়বে। যার সিংহভাগ মালিকানা থাকবে নেভেলির। ওই সংস্থাই রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালাবে। ফলে এই প্রকল্পটি নিয়ে ডিভিসির ঘাড়ে এতদিন যে আর্থিক বোঝা চেপেছিল, তা অনেকটাই কমে যাবে।

শুক্রবার ডিভিসির চেয়ারম্যান অ্যান্ড্রু ল্যাংস্টি এই খবর জানিয়ে বলেন, ‘‘যৌথ উদ্যোগ সংস্থায় আমাদের ২৬% মালিকানা থাকবে। ৭৪% পাবে নেভেলি লিগনাইট। কয়লা ও বিদ্যুৎ মন্ত্রকের অনুমতির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খন্ড সরকারের ছাড়পত্র পেলেই সংস্থাটি তৈরি হবে।’’ ল্যাংস্টির দাবি, একই পদ্ধতিতে যৌথ সংস্থা গড়ে আরও বেশ কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালান তাঁরা। যেমন, মাইথনে টাটা পাওয়ার, বোকারোতে সেলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালানো হচ্ছে।

রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি তৈরির সময় থেকেই নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ডিভিসি। স্থানীয় মানুষের আপত্তিতে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সমস্যা তো ছিলই। সঙ্গে কয়লা ও জল আনার ব্যাপারে জমি পাওয়া নিয়েও আন্দোলনের জেরে বারবার প্রকল্পের কাজ আটকায়। ফলে নির্মাণ কাজ শেষ করতেই লাগে চার বছরের বেশি।

ডিভিসির এক কর্তা জানান, রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়তে খরচ হয়েছে ৮,৩০০ কোটি টাকা। প্রকল্প তৈরির জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্কের থেকে ৫,০০০ কোটি ঋণ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাজ দেরিতে শেষ হওয়ায় সুদ বাবদ বাড়তি ২,২০০ কোটি গুনতে হয়েছে। তাঁর কথায়, ‘‘এর ফলে প্রকল্পটির ঘাড়ে বিপুল আর্থিক বোঝা চেপেছে। এ ছাড়া, রঘুনাথপুরে উৎপাদিত বিদ্যুতের পুরোটা বিক্রি করার মতো ক্রেতাও আমাদের ছিল না।’’

ল্যাংস্টি জানান, নেভেলি লিগনাইট রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আর্থিক ও অন্যান্য দিকগুলির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার পরেই যৌথ উদ্যোগে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘আমাদের কাছে বিদ্যুৎ আছে, কিন্তু ক্রেতা নেই। নেভেলির কাছে ক্রেতা আছে, কিন্তু হাতে বিদ্যুৎ নেই। এই অবস্থায় যৌথ উদ্যোগ হলে উভয়েরই ভাল।’’

সম্প্রতি রঘুনাথপুরে ৬০০ মেগাওয়াট করে দু’টি ইউনিটের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। ১,২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের মধ্যে ৪৫০ মেগাওয়াট যাচ্ছে কর্নাটকে ও ১০০ মেগাওয়াট কেরলে। এখনও সেখানে ডিভিসির হাতে ৬৫০ মেগাওয়াট উদ্বৃত্ত। যা কেনার ক্রেতা নেই। নেভেলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ সংস্থা তৈরি হলে ওই বিদ্যুৎ বেচতে সমস্যা হবে না বলে মনে করছেন ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। কারণ ওই সংস্থাটির হাতে ৭০০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ বিক্রি করার চুক্তি রয়েছে। যার পুরোটাই কর্নাটক কিনে নেবে বলে সংস্থাটি ডিভিসি-কে জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, ডিভিসির রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অধিগ্রহণের ব্যাপারে এক সময় আগ্রহ দেখিয়েছিল আর এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এনটিপিসি। দু’পক্ষের মধ্যে এ নিয়ে কথাও শুরু হয়। কিন্তু এতে আপত্তি জানিয়েছিল ডিভিসির কর্মী সংগঠনগুলি। ডিভিসির সম্পত্তি বেচা যাবে না বলে আন্দোলন শুরু করে তারা। শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যায় এনটিপিসি। শুরু হয় অন্য সংস্থার খোঁজ। এ বার সেই অধিগ্রহণে নেভেলি লিগনাইট রাজি হওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন
ডিভিসি কর্তৃপক্ষ।

আরও খবর